بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ
وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

সংক্ষিপ্তসার খুৎবা জুম'আ

৭ জানুয়ারী ২০২২

ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৬৫তম বর্ষ-শুভারম্ভের ঘোষণা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত আহমদী সদস্যগণ ওয়াক্‌ফে জাদীদের মাধ্যমে যেসব আর্থিক কুরবানী করে থাকেন তার ঈমান উদ্দীপক বৃত্তান্ত।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক ইউ.কে. টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

وَمَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَتَثْبِيْتًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍۭ بِرَبْوَةٍ اَصَابَهَا وَابِلٌ فَاٰتَتْ اُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ ۚ فَاِنْ لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা ও সূরা বাকারার ২৬৬ নং আয়াত তেলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

এই আয়াতের অর্থ হ'ল, "আর যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহ্‌তায়ালার সন্তুষ্টিলাভের আশায় এবং নিজেদের মধ্য থেকে কতককে দৃঢ়তা প্রদানের লক্ষ্যে ব্যয় করে, তাদের উপমা সেই বাগানের মত যা উঁচু স্থানে অবস্থিত; যখন এতে প্রবল বৃষ্টিপাত হয় তখন তা বর্ধিত ফল বহন করে, আর যদি প্রবল বৃষ্টি না-ও হয়, তবে শিশির-ই যথেষ্ট। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সম্যক দ্রষ্টা।"

মোমিন আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশে তাঁর পথে ব্যয় করে প্রথমতঃ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য। দ্বিতীয়ত, নিজের জাতি এবং নিজ মিশনকে সুদৃঢ় করার জন্য। এ যুগে ইসলামের শিক্ষা এবং প্রচারকে বিস্তৃত করার কাজ হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে আর তাঁর অনুসারীদেরও আবশ্যক দায়িত্ব হল, হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর মিশনকে সফল করার জন্য নিজেদের প্রাণ, ধনসম্পদ এবং সময় কুরবানি করা। প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক জাতিতে আগত নবীগণ নিজ অনুসারীদিগকে আর্থিক কুরবানী করার উপদেশ দিয়ে এসেছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)ও বলেছেন, তোমাদেরকে ধর্মের সেবা তথা ধর্মের জন্য নিজেদের ধনসম্পদের কিছু অংশ প্রদান করা উচিত, তবেই সত্যিকার অর্থে ঈমানের পরিচয় লাভ করা যায় এবং আমাদের খোদা যেন আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান।

আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যারা ব্যয় করে তাদের উপমা উক্ত আয়াতে দু'ধরনের তুলে ধরা হয়েছে, প্রথমত **'ওয়াবেলুন'** অর্থাৎ বড় বড় ফোঁটা বিশিষ্ট মুষলধারে বৃষ্টির, আর দ্বিতীয়ত **'তাল্‌লুন'** অর্থাৎ হালকা বা গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টির যা কুয়াশা বা শিশিরের ন্যায় পড়তে থাকে। অধিক সম্পদশালী ব্যক্তি তো ধর্মের খাতিরে অনেক ব্যয় করে-ই অথবা করতে সক্ষম। এমতাবস্থায় দরিদ্রদের মনে আক্ষেপ থাকতে পারে, সে ভাবতে পারে যে-সম্পদশালীরা তো (আল্লাহ্‌র পথে) ব্যয় করে আর্থিক কুরবানিতে এগিয়ে যাচ্ছে আর আমার কাছে তো যৎসামান্য অর্থ আছে, আমি কীভাবে তার সমপর্যায়ে যেতে পারি! এর উত্তরটা এরূপ যে, আল্লাহ্ যেহেতু তোমার অবস্থা ও ইচ্ছা-অভিপ্রায় সম্পর্কে অবগত, তাই তিনি তোমাদের সামান্য কুরবানীরও দ্বিগুণ বরং এর চেয়েও অধিক প্রতিফল দিবেন। মহানবী (সাঃ) পরিস্থিতি সাপেক্ষে একবার বলেন, 'আজ এক দিরহাম এক লাখ দিরহামের চেয়ে এগিয়ে গেছে। সাহাবীদের নিবেদনে আঁহযরত (সাঃ) বলেন, একজনের কাছে দুই

দিরহাম ছিল। সে তার থেকে এক দিরহাম দিয়ে দিয়েছে। অপর একজনের কাছে অঢেল অর্থসম্পদ ছিল, সে তার মধ্য থেকে এক লাখ দিরহাম দিয়েছে। তার এক লাখ দিরহাম কুরবানী তার সম্পদের তুলনায় খুবই সামান্য ছিল।' অতএব,উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় অনুসারে আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিফল দিয়ে থাকেন আর সেই কর্মের প্রতিফল দিয়ে থাকেন যা ঐরূপ অবস্থায় কুরবানি করা হয়ে থাকে। অতএব, যদি আমাদের প্রত্যেক কর্ম আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করা হয়ে থাকে তাহলে আমরা সত্যিকার অর্থে আল্লাহ্‌তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রকৃত উত্তরাধিকারী হতে পারব।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর যুগে তাঁর অনুসারীদের অধিকাংশই ছিল হতদরিদ্র কিন্তু ত্যাগের ক্ষেত্রে তাঁরা এতটাই অগ্রগামী ছিলেন যে, এক জায়গায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাদের প্রসংশায় বলেন, "আমি দেখি, আমাদের জামাতে শতশত এমন মানুষও আছে, খুব কষ্টে যাদের পরনের কাপড় জোটে, কষ্টে-সৃষ্টে তাদের (গায়ের) চাদর বা পায়জামা জোগাড় হয়। তাদের কোন ধনসম্পদ নেই কিন্তু তাদের সীমাহীন আন্তরিকতা ও আত্মনিবেদন আর ভালোবাসা ও ঐকান্তিকতা দেখে আমরা অবাক ও বিস্ময়াভিভূত হই, যা কখনও কখনও তাদের মাধ্যমে প্রকাশ পায় অথবা যার লক্ষণ তাদের চেহারায় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। কখনও কখনও তাঁদের জামা'তের নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও ঈমানের উচ্ছাস দেখে আমি নিজেও আশ্চর্য ও বিস্মিত হই। এমনকি শত্রুরাও বিস্ময়াভিভূত হয়।"

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় উন্নতি এবং ঈমানী উদ্দীপনার অতুলনীয় মান এমন, যার ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত আজও আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর জামা'তে দেখতে পাই। নবাগত আহমদীরাও নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় এতটা উন্নতি লাভ করেছে যে, দেখে আশ্চর্য হতে হয়-এত স্বল্প সময়ে তারা এতটা উন্নতি সাধন করেছে! শত্রুরাও বিস্ময় প্রকাশ করে যে, কী এমন জিনিষ যা তাদের মাঝে এই (অভাবনীয়) পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে? এই পূণ্যস্বভাব ও পূণ্যপ্রকৃতি এবং বয়'আতের দাবি পূরণ আর যুগ খলীফার সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক রক্ষা তাদের কথা-কাজে প্রকাশ পেতে থাকে। বর্তমানে জগদ্বাসী যেখানে জাগতিকতায় নিমজ্জিত, সেখানে এসব মানুষ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আর্থিক কুরবানিতে পরস্পর প্রতিযোগিতা করে, কেননা, তারা এই বুৎপত্তি লাভ করেছে যে, আল্লাহ্‌তা'লার সন্তুষ্টিলাভের একটি মাধ্যম আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করাও বটে। অতএব, কে আছে বর্তমানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত এই জামা'ত সম্পর্কে একথা বলতে পারে যে, এটি দুর্বল হয়ে যাচ্ছে! এ জামা'ত তো ফলেফুলে সুশোভিত হওয়া ও উন্নতি করার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর শত্রুর কোন আক্রমনই এই জামা'তের কেশাগ্রও বাঁকা করতে সক্ষম হবে না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) সেরালিওন, চাড, টোগো, বেলীজ, গিনী কনাকরী, গাম্বিয়া, জার্মানী, বার্তানিয়া, ভারত, মালী, পোলাণ্ড, তাঞ্জানিয়া, আইভরী কোষ্ট, ক্যামেরুন, ঘানা প্রমুখ জামাতের আহমদীয়া সদস্যদের ঈমানের সুদৃঢ়তা প্রদানকারী আর্থিক কুরবানীর কিছু ঘটনা বর্ণনা করে বলেন ঃ

আল্লাহতা'লার পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক স্বীয় দানে ধন্য করার একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে ভারতের ইয়াদগীর থেকে। ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন, ওয়াক্‌ফে জাদীদের বছরের শেষের দিকে সেখানে এক যুবকের কাছে যান এবং তাকে ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা দেওয়ার কথা বলেন তখন সেই যুবক বলে, এ মুহূর্তে আমার পকেটে কেবল পনেরশ' টাকা আছে তাও আবার কাউকে দেয়ার জন্য রেখেছি আর তাকে দেয়াটা খুবই জরুরী। এরই মধ্যে আপনি ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা চেয়েছেন, এখন আমি ভাবছি যে, কী করবো? আমি যদি এখন আপনাকে চাঁদা দেই তাহলে সেই ব্যক্তিকে কোত্থেকে দিব? তাছাড়া এ মুহূর্তে তাৎক্ষণিকভাবে বাড়তি কোন টাকা যোগাড় করাও সম্ভব হবে না। যাহোক তিনি বলেন, ঠিক আছে কোন সমস্যা

নেই আমি আমার চাঁদাই দিচ্ছি। একথা বলে, পনেরশ' টাকা চাঁদা দিয়ে সে চলে যায়। তিনি বলেন, পরদিন সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদের সাথে আমি সাক্ষাতের জন্য সেই যুবকের নিকটে তার দোকানে যাই, তখন তিনি তার পকেট থেকে টাকা বের করে বাইরে রাখেন, তা এত পরিমাণ ছিল যে, টাকার স্তুপ হয়ে যায়। তিনি বলেন, আমি গতকাল চাঁদা দিয়ে যখন বাড়ি পৌঁছি তখন কতিপয় এমন জায়গা থেকে টাকা আসে, যেসব জায়গায় মানুষের কাছে এতদিন আমার টাকা আটকে ছিল আর এখন কয়েক হাজার রুপি আমার হাতে আছে। এভাবে আল্লাহতা'লা বরকত দিয়েছেন।

ধনী বন্ধুরাও রয়েছেন, যদিও জাগতিক্‌দের দৃষ্টিতে এরা ততটা ধনী নন কিন্তু জামাতের দৃষ্টিতে ধনী। কেরোলাই এর একজন বন্ধু রয়েছেন যিনি দশ লক্ষ রুপি চাঁদা দিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী খ্রীষ্টধর্ম ছেড়ে আহমদী হয়েছেন এবং দোয়া ও নামাযে গভীর আগ্রহ রাখেন, খুবই নিষ্ঠাবতী আহমদী। তিনি মূসী, বরং স্বামী-স্ত্রী উভয়েই মূসী। ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন, আমরা তাদের বাড়িতে গেলে তাঁর স্ত্রী আমাদেরকে পাঁচ লক্ষ রুপির চেক লিখে দেন। ইন্সপেক্টর সাহেব বলেন, আপনার স্বামী পূর্বেই দশ লক্ষ রুপি দিয়েছেন। আবার আপনিও দিচ্ছেন। একথার যে উত্তরে সেই ভদ্র মহিলা যা বলেছেন তা হল, আমরা যেসব নিয়ামত পেয়েছি তা চাঁদার কল্যাণেই পেয়েছি। এজন্য বারবার চাঁদা দিতে মন চায়। এই (চাঁদার) কল্যাণেই আমাদের ব্যবসায় উন্নতি হচ্ছে, তাই চাঁদা দেয়া থেকে আমরা কখনও বিরত হবো না।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, কুরবানীর স্তরে পুরুষদের মধ্যে শুধুমাত্র বয়স্করাই নয়, বরঞ্চ যুবা বয়সে পা দেওয়া কিশোরদের মধ্যেও এর প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় এখন জামাতের মাঝে এরূপ অনেক নিষ্ঠাবান যুবক তৈরী হয়ে গেছে।

আল্লাহ্‌তা'লা জামা'তকে গত বছর ১৮৭টি মসজিদ নির্মাণ করার তৌফিক দিয়েছেন। এছাড়া বর্তমানে আফ্রিকাতে ১০৫টি মসজিদ নির্মাণাধীন রয়েছে। অনুরূপভাবে ১৪৪টি মিশন হাউস প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যার অধিকাংশই আফ্রিকাতে এবং ৪৫টি মিশন হাউস নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়াও তাৎক্ষণিকভাবে যেখানে আমরা মিশন হাউস নির্মাণে অপারগ সেক্ষেত্রে মিশনারী কাজের জন্য বাড়ি ভাড়া নেয়া হয়। এরূপ আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে ৭৩১টি মিশন হাউস এবং মুরুব্বি হাউস ভাড়া নেয়া হয়েছে। এশিয়ার অন্যান্য দেশেও ৬৩২টি মিশন হাউস ভাড়ায় নেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌তা'লা সত্য প্রতিশ্রুতিদাতা। তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আঃ)এর সাথে কৃত নিজ প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করছেন আর অদৃশ্য হতে সাহায্যও করে চলেছেন এবং করবেন, ইনশাআল্লাহ্। আমাদেরকে তিনি সুযোগ প্রদান করেন মাত্র। যাতে করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাঁর পথে (আমরা) খরচ করতে পারি এবং আল্লাহ্‌তা'লার কৃপাবারির উত্তরাধিকারী হতে পারি। আল্লাহ্‌তা'লা আমাদের তৌফিক দান করুন আমরা যেন আল্লাহ্‌তা'লার কৃপাভাজন হতে পারি।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) ২০২২ সনের জানুয়ারী মাসে ওয়াক্‌ফে জাদীদের নব-বর্ষের ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন, ২০২১ সনের ওয়াক্‌ফে জাদীদের ৬৪তম বছরে ওয়াক্‌ফে জাদীদ খাতে আল্লাহ্‌তা'লার কৃপায় জামা'ত যে কুরবানী করেছে (তার পরিমান হল) ১ কোটি ১২ লক্ষ ৭৭ হাজার পাউন্ড বা প্রায় ১১.২ মিলিয়ন (পাউন্ড)। গত ২০২০ সনের তুলনায় এই কুরবানী ৭ লক্ষ ৪২ হাজার পাউন্ড বেশি। পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এটি আল্লাহ্‌তা'লার অনেক বড় অনুগ্রহ।

পাকিস্তানের মুদ্রামানে যেহেতু ধ্বস নেমেছে, তাই তাদের অবস্থান অনেক নেমে গেছে। তা সত্ত্বেও নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী তারা অনেক কুরবানী করছেন।

এছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন জামাআতগুলি ওয়াক্‌ফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অবস্থানে রয়েছে।

সামগ্রিক আদায়ের দিক থেকে যুক্তরাজ্য প্রথম স্থানে রয়েছে। এরপর রয়েছে জার্মানি তারপরে কানাডা, আমেরিকা, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মধ্য প্রাচ্যের একটি জামা'ত, ঘানা এবং বেলজিয়াম।

মাথাপিছু (চাঁদা) প্রদানের দিক থেকে প্রথম স্থানে রয়েছে আমেরিকা, তারপর সুইজারল্যাণ্ড ও বার্তানিয়া।

ভারতের শীর্ষ দশটি প্রদেশ হল, কেরালা, জম্মু-কাশ্মীর, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লী এবং মহারাষ্ট্র।

চাঁদা সংগ্রহের দিক থেকে (ভারতের) শীর্ষ দশটি জামা'ত হল, হায়দ্রাবাদ, কাদিয়ান, কেরোলাই, পার্থাপুরাম, কোয়েম্বাটুর, বেঙ্গালুরু, কোলকাতা, কালীকাট, রিশিনগর এবং মেলাপেলায়াম।

আল্লাহ্‌তা'লা সকল (আর্থিক) কুরবানীকারীর ধনসম্পদ ও জনবলে প্রভূত বরকত দান করুন। (আমীন)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

ONLINE SEND

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

7 JANUARY 2022

BANGLA TRANSLATION
Compose & Distribute From

Ahmadiyya Muslim Mission
Badarpur, P.O. Boaliadanga
Distt: Murshidabad, 742101, W.B.

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in